ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৮৯০

আগরতলা, ১৯ নভেম্বর, ২০২৫

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি
হাসপাতালের কার্ডিয়াক কেয়ারে যুগান্তকারী সাফল্য

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগ ত্রিপুরার কার্ডিয়াক চিকিৎসার ক্ষেত্রে আরও একটি যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেছে। গত ১৫ নভেম্বর ২০২৫ প্রথম পারকিউটেনিয়াস ট্রান্সলুমিনাল সেপ্টাল মায়োকার্ডিয়াল অ্যাবলেশন (পিটিএসএমএ) সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে জিবিপি হাসপাতালে। হাইপারট্রফিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি (এইচওসিএম) চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত একটি উন্নত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিতে এই চিকিৎসা করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে ৪৬ বছর বয়সী একজন রোগীর প্রথম পরীক্ষা করা হয়েছিল, যিনি দীর্ঘদিন ধরে তীব্র এইচওসিএম এবং বার বার বুকে ব্যথা হচ্ছিল, যার ফলে শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। এইচওসিএম একটি জেনেটিক হৃদরোগ যার ফলে হৃদপিণ্ডের পেশী অস্বাভাবিক পুরু হয়, রক্ত প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এবং অ্যারিথমিয়া, হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতা অথবা হঠাৎ হার্ট ফেলিউর সহ গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। এই ধরনের রোগীদের জন্য এই পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতি। পিটিএসএমএএর প্রয়োজন এমন রোগীদের প্রায়শই বহির্রাজ্যের হাসপাতালে রেফার করতে হত, যার ফলে রোগী বা তাঁর পরিবারের অনেক আর্থিক এবং মানসিক বোঝার সম্মুখীন হতে হত। এই সফল পদ্ধতিটি ত্রিপুরার মধ্যেই উন্নত হৃদরোগ চিকিৎসার বিকল্পগুলি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।পিটিএসএমএ পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে হৃদপিণ্ডের পুরু অংশে রক্ত সরবরাহকারী একটি নির্দিষ্ট ধমনীতে অ্যালকোহল ইনজেকশন, বাধা হ্রাস এবং রক্তপ্রবাহ উন্নত করা। হাসপাতাল সূত্র অনুসারে, রোগী এই চিকিৎসায় অসাধারণভাবে সাড়া দিয়েছেন এবং বর্তমানে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন।বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের চিকিৎসক দল এই সাফল্যকে রাজ্যের বাসীদের উন্নতমানের কার্ডিওভাসকুলার পরিষেবা প্রদানের পথে তাদের যাত্রায় একটি "টার্নিং পয়েন্ট" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। পিটিএসএমএ-এর সফল বাস্তবায়ন হাসপাতালটিকে পূর্ব ভারতের কয়েকটি কেন্দ্রের মধ্যে স্থান দিয়েছে যেখানে এই ধরনের জটিল হস্তক্ষেপমূলক কার্ডিওলজি কেস পরিচালনা করার ক্ষমতা রয়েছে।চিকিৎসকরা এইচওসিএম-এর প্রাথমিক রোগ নির্ণয় এবং সময়মত চিকিৎসার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে সচেতনতার অভাবের কারণে অনেক রোগী রোগ নির্ণয় করা থেকে বঞ্চিত থাকেন। স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো এবং বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণের অগ্রগতির কারণে এই ধরণের চিকিৎসাকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে। এটি ত্রিপুরাবাসীদের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত, কারণ এই চিকিৎসা এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের ক্রমবর্ধমান চিকিৎসা দক্ষতাকে প্রতিফলিত করে এবং কার্ডিওলজি বিভাগের নিষ্ঠা এবং ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের জনগণ এখন নিজের শহরে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের এই অত্যাধুনিক হৃদরোগের চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারেন, যা রোগী এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের উভয়ের জন্যই একটি উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতি।

এই সাফল্যের মাধ্যমে এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতাল একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে, যা জটিল হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য নতুন আশা এবং উন্নত জীবনযাত্রার মান উপহার দিয়েছে।এই সাফল্যের পেছনে যারা রয়েছেন তারা হলেন ডাঃ অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদী, সহকারী অধ্যাপক ও পরামর্শদাতা কার্ডিওলজিস্ট তথা কার্ডিওলজি বিভাগের ইনচার্জ হেড অব ডিপার্টমেন্ট, ডাঃ রাকেশ দাস, কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট, ডাঃ মান্না ভট্টাচার্য, জুনিয়র চিকিৎসক, ডাঃ অর্ঘ্য প্রতিম নাথ, ডাঃ অন্বেষা দেবনাথ, ডাঃ সুপ্রতিম আচার্যি, ডাঃ বুল্টি নমঃ দাস এবং ডাঃ অ্যাঞ্জেলা দেববর্মা, এছাড়াও ক্যাথল্যাব নার্স দেবব্রত দেবনাথ, প্রাণকৃষ্ণ দেব, মানষ দত্ত ও তিতিক্ষা মজুমদার, ইকো টেকনিশিয়ান কিষাণ রায় এবং ক্যাথটেক সঞ্জয় ঘোষ। এই প্রক্রিয়াটি আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধীনে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সম্পন্ন হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****